ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 157 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩১৩ ● কলকাতা ● ০৫ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● শনিবার ● ২২ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কয়লা কাণ্ডে বাংলার ২৪ জায়গায় এজেন্সি হানা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঝাড়খণ্ড-পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কয়লা মাফিয়াদের বিরুদ্ধে বড় অভিযান চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তথা ইডি। । শুক্রবার ভোর থেকে দুটি রাজ্যে মিলিয়ে ৪০টিরও বেশি জায়গায় অবৈধ কয়লা খনন, চুরি, পরিবহন এবং বেআইনি লেনদেনের অভিযোগে এই তল্লাশি চলছে।ইডি কর্তাদের কথায় 'দুই রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা কয়লা মাফিয়া চক্রকে লক্ষ্য করে সমন্বিত অভিযান চালানো হয়েছে। অর্থপাচারের পথ, লেনদেনের নেটওয়ার্ক এবং চুরি করা কয়লা পরিবহনের রুট ট্র্যাক করা হচ্ছে।'ধানবাদে ইডির প্রধান নিশানায় রয়েছে দেব প্রভা কোম্পানি এবং এর মালিক তথা বহু বিতর্কিত কয়লা ঠিকাদার লালবাবু সিংহ ওরফে এলবি সিংহ। ভোরবেলা এলবি সিংহের বাড়ি 'দেব ভিলা' সহ ধনবাদে তাঁর সঙ্গে জড়িত মোট ১৮টি স্থানে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা।

সূত্রমতে, B C C L - এর আউটসোর্সিং কাজ, অনিয়মিত চুক্তি, অবৈধ কয়লা বেচাকেনা

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 120

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

অনেক সময় মাটির প্রলেপ কপাল ও মাথায় লাগিয়ে জ্বর কমানো হয়। এই প্রকার প্রাকৃতিক চিকিৎসায় ঐ চিকিৎসকের উপর রোগীর আস্থা থাকা চাই। ঐ রোগীর আস্থার কারণেই ভাল ও ইতিবাচক পরিণাম প্রাপ্ত হতে পারে। ঐ আদিবাসী লোকেদের কাছে এই চিকিৎসা ছাড়া কোন বিকল্প চিকিৎসা নেই, তাই তাদের এই চিকিৎসা আস্থার সঙ্গে করাতেই হয়।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

তপসিলি ও আদিবাসী পড়ুয়াদের জন্য ‘যোগ্যশ্রী’-র বিশেষ উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যের ২৩ টি জেলার ২৩ কেন্দ্রে বিনামূল্যে সরকারি চাকরির প্রবেশিকার কোচিং, প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় সফল ৮৩

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর এবং আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে সরকারি চাকরির প্রস্তুতির বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। রাজ্যের ২৩টি জেলার

সদরের মোট ২৩ টি সেন্টারে তপসিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ১১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে গ্রুপ বি, সি ও ডি চাকরির প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য দেওয়া হচ্ছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যের কোচিং। রাজ্য সরকারের “যোগ্যশ্রী” প্রকল্পেরই অংশ এই উদ্যোগ। মেধাতালিকার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। সপ্তাহানতে দু'দিন, প্রতিদিন চার ঘণ্টা করে—মোট তিনশো ঘণ্টার ছ'মাসের পাঠক্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কোর্সের শুরুতেই

প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী পেয়ে যান বিনামূল্যে স্টাডি মেটেরিয়ালও। ইতিমধ্যেই মিলেছে সাফল্যের ছাপ। দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী, চলতি অর্থবর্ষে এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে তপসিলি জাতির ৬২ জন এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের ২১ জন—মোট ৮৩ জন ছেলেমেয়ে বিভিন্ন সরকারি প্রবেশিকা পরীক্ষা যেমন; "রেলের টিচার পদ, কলকাতা পুলিশ বিভিন্ন পদের পার্ট - ওয়ান, এনটিপিসি, সিজিএল,

রেলের বিভিন্ন পদের পরীক্ষা, ব্যাংকের বিভিন্ন পদের পরীক্ষা, জিডিএস, পিএসসি ক্লার্ক পার্ট - ওয়ান, পিএসসি মিসলেনিয়াস পার্ট - ওয়ান, কলকাতা পুলিসের এসআই পদ, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিসে এসআই পদ, এসএসসি জিডি পার্ট - ওয়ান, কেন্দ্রীয়

সরকারের একাধিক পদ" -এর পরীক্ষায় প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

শিশু সপ্তাহ উপলক্ষে সুন্দরিকা বর্তিকা'য় অভিভাবকদের আলোচনা সভা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বেলুড় মঠের উদ্যোগে ও 'অফার'- এর সহযোগিতায় সম্প্রতি ফলতা ও ডায়মণ্ড হারবারের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় শিশু দিবস থেকে বিশ্ব দিবস (১৪ —২০ নভেম্বর) সপ্তাহব্যাপী আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'মুক্তকণ্ঠ'। সম্প্রতি 'ইতিবাচক অভিভাবকত্ব' (Positive Parenting) বিষয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা ও শিশু কল্যাণ মূলক অনুষ্ঠান হয় সুন্দরিকা বর্তিকা সভাগৃহে। মোবাইল ফোন ব্যবহারে সতর্কতা, শারীরিক , মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে অভিভাবকদের ভূমিকা এবং শিশুর অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে যুক্ত সমাজকর্মী ও আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল। একজন শিশুর পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ অনুসরণ কার্যকর হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষক অরুণাভ বিশ্বাস প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রাক্তন যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মাখনলাল প্রধান। শিশুরা সমবেত ভাবে বিশ্ব শিশু দিবসের বিশেষ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মায়েরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

(১ম পাতার পর)

কয়লা কাণ্ডে বাংলার ২৪ জায়গায় এজেন্সি হানা

এবং সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনই এই তদন্তের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

তল্লাশি বাধা দিতে 'পোষা কুকুর' ছেড়ে দেন এলবি সিংহ

ধানবাদে তল্লাশির সময় ইডি অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। অভিযোগ, ইডির দল বাড়িতে ঢুকতে গেলে এলবি সিংহ তাঁর পোষা কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেন, যাতে তদন্তকারী দল ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। তিনি নিজেও কয়েক ঘণ্টা বাড়ির ভেতর থেকেই গেট খোলেননি বলে তদন্ত সংস্থার দাবি।

অবশেষে নিরাপত্তা কর্মীদের সাহায্যে ইডি বাড়িতে প্রবেশ করে এবং প্রয়োজনীয় নথি ও ডিজিটাল ডেটা বাজেয়াপ্ত করে বলে জানা যাচ্ছে। ধনবাদের পাশাপাশি ইডি-র রাঁচি জোনাল অফিসের নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ডে মোট ১৮টি জায়গায় তল্লাশি চলছে।

তদন্তের আওতায় এসেছে বেশ কয়েক জনের নাম—অনিল গয়াল, সঞ্জয় উদ্যোগ, অমর মণ্ডল, এলবি সিংহের আরও কয়েকটি ব্যবসায়িক অংশীদার। অভিযোগ, এই সমস্ত জায়গা থেকেই বহুদিন ধরে বৃহৎ পরিমাণ কয়লা চুরি ও পাচার চক্র চালানো হচ্ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে ২৪টি স্থানে অভিযান

পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও ইডি ২৪টি জায়গায় চিরুনি তল্লাশি চালায়। দুদিন আগে কলকাতায় ইডি-র একটি বড় টিম এসে পৌঁছেছে বলে আগেই জানা গেছিল। এবার কারণ স্পষ্ট হল। ইডি তল্লাশি চালাচ্ছে দুর্গাপুর, পুরুলিয়া, হাওড়া ও কলকাতার বিভিন্ন ঠিকানায়। যাঁদের বিরুদ্ধে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে তাঁরা হলেন, নরেন্দ্র খারকা, অনিল গয়াল, যুধিষ্ঠির ঘোষ, কৃষ্ণ মুরারি কয়াল।

ইডি সূত্রে জানা যায়, তল্লাশি চালানো হয়েছে বাড়ি, অফিস, কোক প্ল্যান্ট থেকে শুরু করে অবৈধ টোল সংগ্রহকারী বুথ সহ বহু জায়গায়। পর্যন্ত। এখনও পর্যন্ত এই অভিযানে ইডির হাতে এসেছে বড় অঙ্কের অঘোষিত নগদ টাকা, সোনার গয়না, ডিজিটাল রেকর্ড ও অবৈধ লেনদেনের নথি। তদন্ত সংস্থার দাবি, অবৈধ কয়লা ব্যবসার জাল এতটাই বিস্তৃত যে সরকারি কোষাগারের শতকোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

সাত জন গ্রেফতার, নেই বৈধ নথি— ইডির তদন্তের মাঝেই সক্রিয় ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

রাজ্যে অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগে নজরদারি ও অভিযান শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। সেই তদন্তে বালি দুর্নীতি নতুন করে উত্তাপ ছড়াচ্ছে রাজ্য রাজনীতিতে। ঠিক সেই সময়েই ঝাড়গ্রামে অবৈধ বালি পাচার রুখতে বড়সড় উদ্যোগ নিল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। টানা পাঁচ দিনের অভিযানে মোট ৯টি বালি বোঝাই যান বাজেয়াপ্ত হয়েছে। অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে ৭ জনকে। পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের সময় জামবনি থানার চিঁচড়া এলাকায় জাতীয় সড়কে বসানো হয় বিশেষ নাকা চেকিং। সেখানেই আটক হয় সাতটি বালি বোঝাই ট্রাক। পরে জামবনি থানার আই.সি অভিজিৎ বসু মল্লিকের নেতৃত্বে পৃথক অভিযানে বাংলা ও ঝাড়খণ্ড সীমান্তের ধড়সা এলাকা থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় আরও দুটি বালি

বোঝাই ট্রাক্টর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আটক হওয়া গাড়িগুলোর অধিকাংশের কাছেই বৈধ সিও কিংবা অন্য কোনও বৈধ নথি ছিল না। ধৃতদের মধ্যে দুই ট্রাক্টর চালকের পরিচয় জানা গিয়েছে সরোজ বাগদি, বাড়ি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার কুলডিহা গ্রামে। অপরজন লক্ষীরাম মুর্মু, ঝাড়খণ্ডের বাতবাটি গ্রামের বাসিন্দা। শুক্রবার অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকদের অনুমান, এঁরা পাচারচক্রের নীচুতলার কর্মী হলেও তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমেই বেরিয়ে আসতে পারে পুরো সিন্ডিকেটের শিকড়।ঝাড়গ্রাম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) গুলাম সারওয়ার বলেন, "অবৈধ বালি পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। বৈধ কাগজপত্র ছাড়া বালি পরিবহন

এরপর ৫ পাতায়

বিজেপির নজরে ১০-২৫ হাজারে হারা আসন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলার ১২৩টি বিধানসভাকে টার্গেট করে গোপন অভিযানে নেমেছে বিজেপি। মূলত ১০ থেকে ২৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের কাছে হারা আসনগুলিকে চিহ্নিত করে 'ম্যাপিং' করছে পদ্ম শিবির। এর মধ্যে কলকাতার তিনটি, হাওড়ার ছয়টি, হুগলি ও নদিয়া জেলার পাঁচ থেকে সাতটি করে আসনকে টার্গেট করে নির্বাচন কমিশনের একাংশকে ব্যবহার করে নেমে পড়েছেন গেরুয়া সেনাপতিরা। মতুয়া, রাজবংশী ও জঙ্গলমহলের আদিবাসী প্রধান এলাকার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের একটা বড় সংখ্যক আসনকেও এই ১২৩টি সিটের তালিকায় রেখেছে বঙ্গ বিজেপি। যদিও গেরুয়া শিবির স্বীকার করে নিয়েছে, গতবার জিতেছে এমন ২০-২২টি আসনের বিজেপি বিধায়করা এবার আর জিতে বিধানসভায় ফিরতে পারবেন না। মূলত এলাকার সঙ্গে জনসংযোগ না থাকার পাশাপাশি তৃণমূল গত পাঁচ বছরে ওই এলাকায় নিজস্ব সংগঠন অনেক শক্তিশালী করে নিয়েছে। স্বভাবতই এখন পদ্মশিবিরে থাকা ৬০ বিধায়কের মধ্যে ২০ জন হারলেও বাকিদের সঙ্গে নিয়ে ১২৩ টার্গেট সিট জিতে নিজেদের স্বপ্নপূরণের ছক কষেছে বঙ্গ বিজেপি। যদিও বিজেপির এমন গোপন ছককে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব। জোড়াফুল শিবিরের দাবি, বিহারে বিরোধীদের সংগঠনহীনতার সুযোগ নিয়ে বিজেপি ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছে। বাংলায় টিভি ও সোশাল মিডিয়ায় দাপট দেখানো বিজেপির সঙ্গে সাধারণ ভোটারদের কোনও সম্পর্ক নেই। আর একজন বৈধ ভোটার বাদ গেলে তৃণমূল যে ছেড়ে কথা বলবে না, তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়ে দিয়েছেন।সূত্রের দাবি, দুই ২৪

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

৫৬তম ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঐতিহাসিক এক কুচকাওয়াজ

ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব বা ইফি এবারই প্রথম প্রচলিত চার দেওয়ালের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে প্রাণবন্ত গোয়ার রাস্তায় নেমে এসেছে। এবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একটি ঐতিহাসিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়। এই কুচকাওয়াজে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত সকল শ্রেণীর মানুষের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গোয়ার রাজ্যপাল শ্রী পশুপতি অশোক গজপতি রাজু বলেন, "সৃজনশীল ভাবনার আদানপ্রদানের এক মঞ্চ হয়ে উঠেছে ইফি। এখানে চলচ্চিত্রের উৎকর্ষতা বজায় রাখার জন্য নতুন নতুন ক্ষেত্রে সহযোগিতা গড়ে উঠেছে। গোয়ার বহুজাতিক চরিত্রের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই রাজ্যের সমৃদ্ধশালী সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক স্তরের সঙ্গে যোগাযোগকে শক্তিশালী করে তুলেছে। তাই, বিপুল সংখ্যক চলচ্চিত্র প্রেমীর এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক"।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রমোদ সাওয়ান্ত তাঁর ভাষণে গোয়াকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণের গন্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। "গোয়ায় আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামো রয়েছে, আর তাই এই রাজ্য ইফি-র স্থায়ী ঠিকানা। আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চলচ্চিত্র নির্মাতাদের যেমন আকর্ষণ করে, পাশাপাশি আমাদের শক্তিশালী নীতিগুলি তাদের এখানে বার বার আসতে উৎসাহিত করে"। ভারতীয় চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিত করতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগের প্রশংসা করেন তিনি।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল মুরুগান বলেছেন, "এই উৎসব শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্টেডিয়ামে নিয়মমাফিক শুরু হয়। তবে, এবছর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উৎসবের সূচনা হয়েছে, যে উৎসব আমাদের রাজ্যগুলির বৈচিত্রপূর্ণ নানা উপাদনের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত হয়েছে"। ওয়ার্ল্ড অডিও ভিজুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সামিট বা ওয়েভস-এর মতো আয়োজন দেশজুড়ে নতুন নতুন সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটাবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব শ্রী সঞ্জয় জাজু বলেন, এই প্রথম ইফি-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিরাট মাপের এক কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছে। এই উৎসবে ৮০টি দেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। কিংবদন্তী অভিনেতা নন্দামুড়ি বালাকৃষ্ণ-কে তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সম্মান জানানো হয়।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তেরোতম পর্ব)

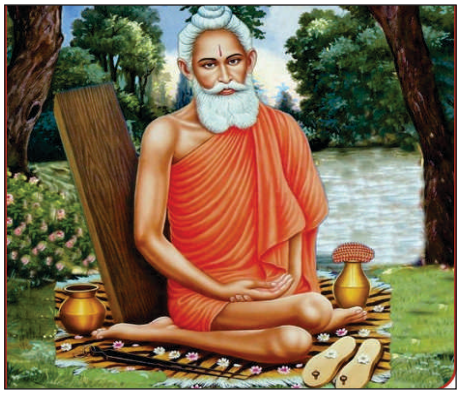

পরিচয় হয় বারদী নিবাসী-ডেঙ্গু কর্মকারের সাথে। তিনি জোর করা বাবাকে নিয়ে আসেন বারদী।বাবা লোকনাথ বলেছিলেন, "ডেঙ্গু তুই আমাকে নিয়ে যেতে চাইছিস, আমি তোর সাথে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু এই লেংটা পাগলাকে তুই কিভাবে ঘরে রাখবি। লোকে তোকে ছি ছি করবে। সহ্য করতে পারবি। ভেবে দেখ ?"। ডেঙ্গু উত্তরে বলেছিলেন; "আমি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ড. বন্দনা সেন কলকাতায় শিল্প সংক্রান্ত বার্ষিক সমীক্ষা নিয়ে বৈঠকের সভাপতিত্ব করলেন

কলকাতা, ২১ নভেম্বর ২০২৫

ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স বা ডিজিসিআইএস- এর মহাপরিচালক ড. বন্দনা সেন আজ কলকাতায় আনুয়াল সার্ভে অফ ইন্ডাস্ট্রিজ (শিল্প সংক্রান্ত বার্ষিক বৈঠক) বা এএসআই ২০২৪-২৫ এবং ক্যাপেক্স ২০২৫ রিটার্নস সংক্রান্ত এক বিশেষ বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন। ব্যবসায়িক সমিতি এবং শিল্প-সংগঠনের প্রতিনিধিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এবং সমীক্ষার কার্যপ্রণালী গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠকে নিবন্ধিত উৎপাদন ক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান, নীতিনির্ধারণে সমীক্ষার গুরুত্ব, বাণিজ্যিক সংগঠনগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, ইউনিট স্তরে বিনামূল্যে তথ্য প্রদান এবং সমীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য আইনি পরিকাঠামো (কলেকশন অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাক্ট, ২০০৮)- এই সমস্ত বিষয় আলোচনা হয়। উল্লেখ করা হয় যে, এএসআই রাষ্ট্র সংঘের পরিসংখ্যান বিভাগ বা ইউএনএসডির সুপারিশ অনুসরণ করে। শিল্পক্ষেত্রে এই তথ্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরিকল্পনা, বাজার বিশ্লেষণ, বিনিয়োগ ও উৎপাদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, শিল্পক্ষেত্রে ফলাফলের তুলনামূলক বিচার, শ্রমিকবর্গের গতিশীলতা মূল্যায়ন এবং পরিবেশগত প্রভাব বোঝার জন্য এই তথ্যের বিশেষ প্রয়োজন। সমীক্ষার অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সরকারের 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতিকেও প্রতিফলিত করে।

এএসআই'র উদ্দেশ্য নিবন্ধিত উৎপাদন ক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি সম্বন্ধে সমন্বিত পরিসংখ্যান সংগ্রহ, নীতি-নির্ধারণের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য নিশ্চিত করা এবং শিল্পকে সক্ষম করা।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তন্ত্রগ্রন্থে তাঁহার নানা রূপ বর্ণিত আছে, সেসকল রূপ এখানে বর্ণনা করা সম্ভব হয় না বলিয়া মূল একটি রূপ দিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল।

রক্তযমারির বর্ণ লাল, মুখ একটি এবং হাত দুইটি। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

বিজেপির নজরে ১০-২৫ হাজারে হারা আসন

পরগনা, দুই মেদিনীপুর, বর্ধমান পূর্ব ও পশ্চিম জেলায় রেকর্ড সংখ্যক সিট ম্যাপিং করে বুথভিত্তিক বিপুল সংখ্যায় ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার গোপন ছক কষেছে বঙ্গ বিজেপি। অবশ্য সংখ্যালঘু এবং তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটির এলাকাগুলি এই তালিকা থেকে বাদ দিয়েই নির্বাচন কমিশনের একাংশকে কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে অভিযানে নেমে পড়েছে বিজেপির ভোট কুশলীরা। বিজেপির এই গোপন টার্গেট কতটা পূরণ হয়েছে তা বোঝা যাবে ৯ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার লিস্ট প্রকাশ হলেই। যদিও বাদ পড়া ভোটাররা পরের এক মাসে নিজের নাম নথিভুক্ত করার জন্য আবেদনের সুযোগ পাবেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে ওই আবেদনকারীদের নাম না তুলতে দেওয়ার গোপন ছক কষেছে বিজেপি।

সূত্রের খবর, এই গোপন অভিযানে বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া বিজেপির একটা 'স্পেশাল টিম'-কে ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই টিমের সঙ্গে দিল্লির অফিসারদের একাংশের প্রতিনিয়ত যোগাযোগ থাকছে। কমিশনের নিজস্ব ম্যাপিংয়ের পাশাপাশি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পৃথক ম্যাপিং চলছে ওই নির্দিষ্ট আসনগুলিতে। প্রতিদিনই কলকাতা থেকে এসআইআর-এর অগ্রগতির গোপন রিপোর্ট এবং লক্ষ্যমাত্রা কতটা পূরণ করা হচ্ছে, সেই তথ্য দিল্লিতে ওই অফিসারদের হাতে চলে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে রাজ্যের এই ১২৩টি চিহ্নিত 'মার্জিনাল সিট' থেকে মোটামুটি ১ কোটি ১৫ লক্ষ পুরনো ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার টার্গেট নিয়েছে পদ্ম শিবির। যদিও তৃণমূল শিবিরের পালটা দাবি, 'রাজ্যের প্রায় ৮৫ হাজার বুথেই আমাদের সংগঠনের কর্মীরা বিএলও-দের উপর কড়া নজর রেখেছে। এসআইআর-এ বিজেপি ৩০ শতাংশ বুথেও বিএলএ দিতে পারেনি, তাই কোনও ম্যাপিং কাজে লাগাতে পারবে না। আগামী বিধানসভা ভোটে তৃণমূল ২৫০-এর বেশি আসন পাবে।'

চঞ্চল্যকর তথ্য হল, অধিকাংশ জেলাতেই ইতিমধ্যে পাঁচ থেকে সাড়ে আট হাজার পর্যন্ত মৃত ভোটারের সন্ধান মিলেছে। বৃহস্পতিবার মালদহ জেলায় এসআইআর-এর কাজ দেখে সন্তুষ্ট জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের টিমে থাকা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, "শুধুমাত্র মালদহ জেলার ১২টি বিধানসভা এলাকায় ৭১৭১ ভোটারের সন্ধান মেলেনি।" আর প্রশ্ন এখানেই, মাত্র ১৫ দিন এসআইআর-এর কাজ চলার পরেই যদি সাত হাজারের বেশি ভোটার উধাও হয়, তাহলে ৯ ডিসেম্বরের পর কত নাম বাদ দিয়ে খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হবে? এর পিছনে কি বিজেপির ওই ১২৩-এর টার্গেট?

এসআইআর প্রক্রিয়া সামনে রেখে শুধুমাত্র মৃত বা 'শিফটেড' ভোটার বাদ দেওয়া নয়, অভিযোগ বৈধ তৃণমূল সমর্থক ভোটারদের বাদ দিয়ে দলের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য একগুচ্ছ কৌশল সাজিয়েছে বিজেপি। বস্তুত, এই কারণেই ১২৩টি আসনকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছে পদ্ম শিবির। এগুলি হল- ১) পাঁচ থেকে ১০ হাজারে হারা আসন, ২) ১০ থেকে ২০ হাজার এবং ৩) ২৫ হাজারের আশপাশে তৃণমূলের কাছে পরাজিত আসনগুলি। এক্ষেত্রে পার্টির নিজস্ব সার্ভে রিপোর্টের পাশাপাশি আরএসএসের মতো একাধিক সংগঠনের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছে বলেও বিজেপি সূত্রে খবর। তবে বিগত নির্বাচনগুলির অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে দলীয় সংগঠনের করুণ অবস্থা উপলব্ধি করেই শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের উপরেই ভরসা রাখছে বিজেপি। আর সেক্ষেত্রে এসআইআর প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করে আসন্ন ভোটে বৈধ ১ কোটির বেশি ভোটারকে বাদ দিয়ে পদ্মের জয়ের পথ সুগম করতে গোপন অ্যাজেন্ডা নিয়েছে কমিশনের অফিসারদের একাংশ।

(৩ পাতার পর)

সাত জন গ্রেফতার, নেই বৈধ নথি– ইডির তদন্তের মাঝেই সক্রিয় ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ

করলে কোনওভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।"তিনি আরও জানান, সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং আটক করা যানগুলির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বালি তোলার অনুমতিপত্র জালিয়াতি, অর্থপাচার এবং সিন্ডিকেট রাজ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ইডি। সেই পরিস্থিতিতে ঝাড়গ্রামে পুলিশের সক্রিয়তা প্রশাসনিক মহলে নতুন গুরুত্ব পাচ্ছে।পরিবেশবিদদের মতে, লাগামহীন বালি উত্তোলনে নদীর গতিপথ বদলে যাচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেতু, সড়ক এবং জলজ বাস্তুতন্ত্র। তাই শুধু যান বাজেয়াপ্ত করাই নয়, মূল পাচারচক্রকে ধরা এখন বড় চ্যালেঞ্জ। এর আগে একাধিকবার অবৈধ বালি পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। সম্প্রতি এই অভিযান জোরদার হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

এবার ভেবে দেখতে হবে

ঝুমা সরকার

এই সুন্দর পৃথিবীতে প্রাণিজগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো মানুষ। বুদ্ধিদীপ্ত কর্মকৌশল ও অন্যান্য কার্যকারণের ভিত্তিতেই এই সর্বোচ্চ শিরোপা। তবুও যত দিন যাচ্ছে বেশ কিছু মানুষ তাদের কর্মকান্ডে নিজেদের মাপকাঠিকে যেন হারিয়ে দিচ্ছে বা পিছিয়ে দিচ্ছে বারেবারে।

চিত্রশিল্পী, যাঁদের অপূর্ব তুলির টানে মনমুগ্ধকর চিত্র যেন কথা বলে ওঠে, জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু যে তুলির টানে এত প্রাণ জাগে, তার উৎস কোথা থেকে! সাধারণ মানুষ কিন্তু তার খোঁজ রাখে না। ছবি আঁকার জন্য যে তুলি ব্যবহার করা হয়, তা কোন না কোন প্রাণীর লোম থেকে তৈরি করা হয়। কিছু অসৎ মানুষ, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে লোম সংগ্রহ করবার কারণে অনায়াসেই সেইসব প্রাণীকে হত্যা করে।

যে যে প্রাণীকে হত্যা করে তার লোম থেকে তৈরি তুলি বাজারে বহু দামে বিক্রি হয়। সেই সব প্রাণীদের মধ্যে আজকে যার কথা বলতে চলেছি, সেই প্রাণীটিকে শহরে ঝোপঝাড় বিশিষ্ট এলাকায় ও গ্রামাঞ্চলে বাড়ির আশেপাশে প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায়। সে হলো বেজি বা নেউল। সুন্দরবন অঞ্চলেও সাপ থাকার কারণে সেখানেও বেজিকে দেখতে পাওয়া যায়।

এদের লোমশ শরীর, মাঝারি মাপের, খুব তাড়াতাড়ি চলাফেরা করতে পারে। সাধারণত দিনের বেলাতেই এদেরকে দেখতে পাওয়া যায়, কারণ তখন এরা খাবার সংগ্রহে বের হয়। রাতে মাটির নিচে গর্ত করে সেখানেই বাস করে। মাঝারি মাপের এই প্রাণীটি মাংসাশী ও স্তন্যপায়ী প্রাণী। এরা মূলত সাপ, ইঁদুর খেয়েই এই সমস্ত প্রাণীর সংখ্যা

বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে এ যাবৎ পর্যন্ত।

বেজিকে সাধারণত সাপের শত্রু বলে গণ্য করা হয়। তবে এরা খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব সহজেই সাপকে পরাস্ত করতে পারে। বেজির শরীরে এক ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিন থাকে, যা সামান্য পরিমাণ সাপের বিষকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে পারে। তবে সাপ যদি বেশি পরিমাণে বিষ বেজির শরীরে প্রবেশ করায় সেক্ষেত্রে বেজির মৃত্যুও ঘটতে পারে। কিন্তু বেজির রিঅ্যাকশন স্পিড অত্যন্ত বেশি হওয়ায় সাপ বারবার ছোবল মারতে গিয়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বেজির সঙ্গে সাপের সম্পর্ককে এই কারণেই 'ওহি নেউল' বলা হয়। বেজি সাধারণত মানুষকে কামড়ায় না। তবে অন্যান্য প্রাণীর মতো উলটো দিকের প্রাণীর থেকে বিপদ আশঙ্কা করলে সবাই যেভাবে আক্রমণ করে বেজিও তেমনটাই করে থাকে।

তার লোমে বানানো তুলিতেই চিত্রকরেরা ক্যানভাসে ছবি ফুটিয়ে তোলে। বেশ অনেকবছর ধরেই বেজির শরীর থেকে সংগ্রহ করা লোম দিয়েই চলছে অবৈধ ব্যবসা। এর ফলে সেই দিন দূর নয় যেদিন আরও অন্যান্য অনেক প্রাণীর মতো বেজিও প্রকৃত অর্থে বিরল প্রাণী হয়ে উঠবে।

বেজির লোম দিয়ে তৈরি হয় উৎকৃষ্ট ও উচ্চমানের তুলি। যে তুলির দাম সাতশ থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু এতদিন ধরে প্রমাণ করা যাচ্ছিল না যে, বেজির লোম দিয়েই তৈরি হয় তুলি। এবার জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া তুলির চুল থেকে বেজি শনাক্তকরণের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করল। যুগান্তকারী এই গবেষণায় জড়িয়ে রয়েছে বঙ্গসন্তান। জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ডিরেক্টর ডঃ ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, " নয়া গবেষণা বন্যপ্রাণী ফরেনসিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করল। বাজেয়াপ্ত করা তুলির লোম থেকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করে তদন্তে সাহায্য করবে। তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় তুলি তৈরি করতে খুন হয়েছে বেজি সেক্ষেত্রে দোষীর সর্বোচ্চ ছয় বছরের পর্যন্ত জেল হতে পারে"। ভারতীয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৭২ এর সিডিউল ওয়ানে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে ছয় ধরনের বেজিকেই। যার মধ্যে রয়েছে ছোট ভারতীয় বেজি, গ্রাম বাংলার জলার ধারে কাঁকড়া খেকো বেজি, ডোরা গলা বেজি, শহরাঞ্চলে দেখতে পাওয়া ধূসর রঙের বেজি ইত্যাদি।

বর্তমানে এই প্রাণীটি জীবন সংকটে রয়েছে। চোরাচালানকারীরা উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু,দিল্লি, মুম্বাই,ভারতবর্ষ,নেপাল ও বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বেজির লোমকে পাচার করে চলেছে অবলীলাক্রমে বলে জানা যায়।

তুলির জন্য এক কেজি ব্যবহারযোগ্য লোম পাওয়া যায়, প্রায় ৫০ টি বেজি থেকে। তাই বিনা দ্বিধায় লোম সংগ্রহ করবার কারণে প্রত্যেক বছর প্রায় এক লক্ষ নিরীহ বেজিকে খুন করা হয়।

পৃথিবীতে প্রত্যেকটা প্রাণই মূল্যবান। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রত্যেকেরই একটি অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে বলেই আমরা জানি। আমরা সবকিছু জেনেও প্রত্যেকদিন প্রকৃতির সাথে অন্যায় করে চলেছি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে প্রকৃতিও বিভিন্ন রকম ভাবে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে মাঝেমাঝেই। সবকিছু জেনে বুঝে তবু আমরা কেমন নির্বিকার থাকি। আর বোধহয় চুপ করে থাকার সময় নেই। মানুষের লোভ থেকে এইসব নিরীহ প্রাণীদেরকে বাঁচাতে না পারলে আগামী দিনে পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো এদেরকে ছবিতে বা মিউজিয়ামে দেখবে। আর রোজ রোজ এইভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য ব্যাহত হলে প্রকৃতির আক্রমণ থেকেও তো আমরা কেউ নিস্তার পাবো না।

ছোটবেলায় পাঠ্যপুস্তকে থাকা "সাপ বেজি ও ব্রাহ্মণের" গল্প আমরা প্রায় সকলেই পড়েছি। শৈশবে যাদেরকে ঘিরে বা গল্প শুনে বেড়ে ওঠা আজকে আমাদেরই কিছু মানুষের লোভের কারণে তাদেরকে যদি হারিয়ে ফেলতে হয়, এর থেকে দুঃখের বা মর্মান্তিক ঘটনা আর কিছু নেই বোধহয়। তাই আরও একবার ভুল করবার আগে আমরা না-হয় একটু ভেবে দেখি কোনটা ঠিক কোনটা ভুল।

প্রতিবেদক : কবি, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক।

সিনেমার খবর

গিনেস বুকে পলকের নাম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিশুকালের এক ট্রেনযাত্রা, যা ঘুরিয়ে দেয় ভারতের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী পলক মুচ্ছলের জীবনের মোড়। মানবসেবায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তার নাম এখন গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের পাতায়।

এখন পর্যন্ত গায়িকার 'পলক পলাশ চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশনে'র মাধ্যমে ৩ হাজারেরও বেশি দুস্থ শিশুর হার্ট সার্জারি করা হয়েছে। দেশ-বিদেশ মিলিয়ে সেই সংখ্যাটা ৩৮০০।

পলকের বয়স তখন সাত কিংবা আট হবে। দুস্থ শিশুদের দেখে সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আপদে-বিপদে মানুষের পাশে থাকবেন। যেমন কথা তেমন কাজ। মাত্র সাত বছর বয়সে কার্গিল যুদ্ধে আহত সেনাসদস্যদের চিকিৎসার জন্য রাস্তায় গান গেয়ে ২৫ হাজার টাকা উপার্জন করেছিলেন। সে বছরই ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ওড়িশায় নিজস্ব খরচে ত্রাণ পাঠান তিনি। পরবর্তীতে এক স্কুলশিক্ষার্থীর হার্ট সার্জারির জন্য ৫১ হাজার টাকা তুলেছিলেন। পলক মুচ্ছলের এমন উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে খ্যাতনামা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দেবী শেঠি বিনা মূল্যে ওই শিশুর অস্ত্রোপচার করেন। সেখান থেকেই পলক মুচ্ছলের হার্ট ফাউন্ডেশনের পথচলা শুরু হয়।

২০১১ সালে 'পলক পলাশ চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন' তৈরি করেন পলক মুচ্ছল। এ প্রসঙ্গে গায়িকা বলেন, খুব ছোট করে উদ্যোগটা শুরু করেছিলাম। যা সাত বছরের এক শিশুর জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছিল। তবে বর্তমানে এটাই আমার জীবনের সবথেকে বড় মিশন হয়ে উঠেছে। আমার প্রত্যেকটা কনসার্ট শিশুদের হার্ট সার্জারির জন্যেই আয়োজিত হয়। যাদের মা-বাবা এই বিপুল খরচ বহন করতে অক্ষম, সে সমস্ত শিশুদের কথা মাথায় রেখেই 'পলক পলাশ চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন' খোলা হয়েছে।

মানবসেবার জন্য প্রথমবারের মতো কোনো বলিউড গায়িকার নাম উঠল গিনেস বুকে। শুভেচ্ছার জোয়ারে ভাসছেন পলক। যদিও এ ব্যাপারে তার কোনো প্রতিক্রিয়া এখনো জানা যায়নি।

মিমির সেই 'বিশেষ আপন', যাকে ছাড়া তার একটা দিনও চলে না

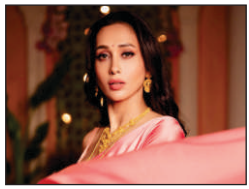

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টলিউডের ব্যস্ততম নায়িকা মিমি চক্রবর্তী। বর্তমানে 'সিঙ্গেল' জীবন উপভোগ করছেন। আপাতত বিয়ে কিংবা সম্পর্কে জড়াতে চান না তিনি। ক্যারিয়ারেই ফোকাস অভিনেত্রীর।

মিমির এই সিঙ্গেল জীবনে একজন আছেন 'বিশেষ আপন', যাকে ছাড়া তার একমুহূর্তও চলে না। সেই ব্যক্তিটি হলো নায়িকার সহকারী বুল্টি। নিজেই বুল্টিকে তার জীবনের অপরিহার্য অংশ বলে দাবি করেছেন মিমি।

বুল্টির জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে সোশ্যাল হ্যান্ডেলে নায়িকা লেখেন, ভাগ্যিস তুই ছিলি। আমার মনে হয়, তোকে ছাড়া আমি একটা দিনও থাকতে পারব না। খাবার থেকে ঘুম, ট্রাভেল থেকে শুট, পার্টি থেকে বন্ধু—আমার জীবনে সবটা গোছানো শুধু তোর জন্য। লাভ ইউ, শুভ জন্মদিন বুল্টি।

সহকারীর সঙ্গে নায়িকার এমন মধুর সম্পর্ক নজর কেড়েছে ভক্ত-অনুরাগীদের। দুজনকেই শুভেচ্ছাবার্তায় ভরিয়েছেন নেটিজেনরা।

গভীর রাতে হৃতিকের ফোন, অবাক অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাত তখন প্রায় দুটো। ফোনের স্ক্রিনে হঠাৎই ভেসে উঠল এক নাম -হৃতিক রোশন! নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না অভিনেত্রী কৃতি স্যানন। এই ব্যাপারটি প্রথম সিনেমা হিরোপন্তি-র মুক্তির কিছুদিন পরের ঘটনা। আর সেই রাতটাকে আজও ভুলতে পারেন না অভিনেত্রী।

কেন গভীর রাতে হৃতিক রোশন আচমকা তাকে ফোন করেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী কৃতি সেনন সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তা প্রকাশ করেছেন।

বলিউড অভিনেত্রী কৃতি সেনন সম্প্রতি চ্যাট শো 'টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইঙ্কল'-এ এক অবিশ্বাস্য মুহূর্তের কথা শেয়ার করেছেন।

ছোটবেলায় হৃতিকের ভক্ত ছিলেন। নিজের ঘরের দেয়ালে সবসময় হৃতিক রোশনের ছবি টাঙিয়ে রাখতেন। বলিউডে কৃতির প্রথম ছবি 'হিরোপন্তি' মুক্তির পর ঘটে অপ্রত্যাশিত ঘটনা। অভিনেত্রী বলেন, "হিরোপন্তি মুক্তির পরে শুধুমাত্র হৃতিকের জন্য একটি বিশেষ প্রদর্শনের আয়োজন করেছিলেন টাইগার শ্রফ, আমি বিষয়টা জানতামই না।"

এই ছবিতে কৃতির অভিনয় দেখে মধ্যরাতে হৃতিক রোশন ফোন করেছিলেন। কৃতি জানান, "রাত ২টার সময় আমি ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ এক অচেনা নম্বর থেকে ফোন এসেছিল। ধরতে পারিনি। পরে ট্রু-কলারে চেক করলে বুঝলাম, ফোনটি হৃতিকের। আমি থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। সকালে তার সঙ্গে যোগাযোগ করি।"

তিনি বলেন, ফোনটি ছিল জীবনের অন্যতম প্রিয় মুহূর্ত। হৃতিক তাকে অভিনয়ের জন্য প্রশংসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "তোমার অনেক প্রতিভা আছে। তুমি অনেকদূর যাবে।

গুয়াহাটি টেস্টে নেই গিল, ভারতের অধিনায়কত্ব করবেন পন্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে গুয়াহাটি টেস্টে ভারতের মূল ওপেনার শুবমান গিল খেলতে পারবেন না। ভারতের সহ-অধিনায়ক ঋষভ পন্ত গিলের অনুপস্থিতিতে দলের নেতৃত্ব দেবেন। সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট আগামী শনিবার (২৫ নভেম্বর) গুয়াহাটিতে শুরু হবে। প্রথম টেস্ট কলকাতায় শেষ হওয়ায় ভারত সিরিজে পিছিয়ে রয়েছে।

কলকাতার ম্যাচে গিলের ঘাড়ে চোটের কারণে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে পারেননি তিনি। হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পরও পুরোপুরি সুস্থ হননি গিল। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, দ্রুত খেলার চেষ্টা করলে তার ঘাড়ে আবারও টান (স্পাজম) লাগার ঝুঁকি রয়েছে। তাই তাকে বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছে। গিলের অনুপস্থিতি আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া ওয়ানডে সিরিজেও প্রভাব ফেলতে পারে।

গিলের জায়গায় গুয়াহাটি টেস্টের দলে সাই সুদর্শন, দেবদূত পাড়িক্কাল বা নীতীশ কুমারের মধ্যে কাউকে অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোঠাক জানিয়েছেন, ফিটনেস পরীক্ষা শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

গত অক্টোবরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একই চোটে গিল একটি টেস্টে খেলার সুযোগ পাননি। কলকাতার ম্যাচে তিন বল খেলে চোটের কারণে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে মাঠ ছাড়েন, আর তাতে ভারত ১২৪ রান তাড়া করতে গিয়ে ৩০ রানে হেরে যায়।

আইসিসির মাস সেরা লরা উলভার্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উইমেনস বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে অক্টোবর মাসের আইসিসি প্লেয়ার অব দ্য মান্থ নির্বাচিত হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলভার্ট। ভারতের স্মৃতি মান্ধানা ও অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলি গার্ডনারকে হারিয়ে তিনি এই স্বীকৃতি অর্জন করেন।

পুরুষ বিভাগে অক্টোবরের সেরা হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার সেনুরান মুথুসামি। পাকিস্তানের নোমান আলি ও আফগানিস্তানের রাশিদ খানকে পেছনে ফেলেছেন তিনি।

উইমেনস ওয়ানডে বিশ্বকাপে অক্টোবর মাসজুড়ে ব্যাট হাতে দারুণ ফর্মে ছিলেন উলভার্ট। আট ম্যাচে ৪৭০ রান করেন তিনি, এর মধ্যে ছিল তিনটি ফিফটি ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেমি-ফাইনালে অসাধারণ ১৬৯ রানের ইনিংস। ফাইনালে ভারতের বিপক্ষেও খেলেন ১০১ রানের সেঞ্চুরি। পুরো আসরে তার সংগ্রহ ৯ ইনিংসে ৫৭১ রান, গড় ৭১.৩৭।

অন্যদিকে, পাকিস্তানের বিপক্ষে লাহোর টেস্টে বল হাতে আলো ছড়ান মুথুসামি। প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়ে নেন মোট ১১ উইকেট। রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাট হাতে করেন অপরাজিত ৮৯ রান। এই পারফরম্যান্সে সিরিজ সেরার পাশাপাশি প্রথমবারের মতো মাস সেরার পুরস্কারও জিতেছেন তিনি।

আইসিসির মাসসেরা পুরুষ ক্রিকেটার দক্ষিণ আফ্রিকার মুতুসামি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইসিসির অক্টোবর মাসের সেরা পুরুষ ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার সেনুরান মুতুসামি। পাকিস্তানের নোমান আলি ও আফগানিস্তানের রশিদ খানের সঙ্গে লড়াইয়ে এগিয়ে থেকে অর্জন করেছেন এ সম্মান।

পাকিস্তান সফরে দুই টেস্টে ব্যাট ও বল দুই বিভাগেই দারুণ পারফরম্যান্সের পুরস্কারই এবার পেলেন ৩১ বছর বয়সী এই প্রোটিয়া স্পিনার। এটি তার প্রথম আইসিসি মাসসেরা পুরস্কার।

পুরস্কার জয়ের পর মুথুসামি বলেন, আইসিসির মাসসেরা নির্বাচিত হওয়া দারুণ এক অনুভূতি, বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেটে পারফরম্যান্সের জন্য এটি পাওয়া আমার কাছে গর্বের। এ বছর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা দলের অংশ হতে পারাটাও গর্বের বিষয়। পাকিস্তানের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সিরিজে ব্যাট ও বলে অবদান রাখতে পেরে খুশি। সতীর্থদের ধন্যবাদ জানাই সমর্থনের জন্য, সামনে আরও ভালো পারফরম্যান্সে অবদান রাখতে চাই।

পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজ ১-১ ড্র হয়। সেই সিরিজে মুতুসামি ব্যাট হাতে করেন ১০৬ রান (গড় ৫৩) এবং বল হাতে নেন ১১ উইকেট, মাত্র ১৮.৩৬ গড়ে। পারফরম্যান্সের সুবাদে তিনি পান সিরিজসেরার খেতাবও।

সিরিজ শেষে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা এখন পয়েন্ট তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রোটিয়াদের স্পিন আক্রমণের মূল ভরসা হয়ে উঠেছেন মুতুসামি, দৃঢ়ভাবে জায়গা পাকা করেছেন লাল বলের দলে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR